দৈনিক জনকণ্ঠ

48

তারিখ 23 SEP 1998
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

২৩২টি স্কুলে ডবল শিফট চালু করা হবে

জনকণ্ঠ রিপোর্ট

দেশের ২শ' ৩২টি সরকারী ও বেসরকারী বিদ্যালয়ে ডবল শিফট চালু করা হবে। নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ না করে শিক্ষার্থীদের চাহিদা পূরণে দুই শিফটে ক্লাস নেয়া হবে। পরীক্ষামূলকভাবে পাঁচ বছর চালু রাখা হবে এ প্রকল্প। এতে ব্যয় ধরা হয়েছে ৫৬ কোটি ৩৩ লাখ টাকা। খবর শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্রের।

জানা যায়, দেশের ৬৮টি সরকারী ও বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বর্তমানে ডবল শিফট চালু রয়েছে। আরও ২শ' ৩২টি বিদ্যালয়ে ডবল শিফট চালুর প্রক্রিয়া চলছে। ইতোমধ্যে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতর ডবল শিফট চালুর লক্ষ্যে একটি নীতিমালা প্রণয়ন করেছে। এ নীতিমালা অনুযায়ী কমপক্ষে আট শ' শিক্ষার্থী অধ্যয়নরত থাকলে ডবল শিফট চালু করা যাবে। একটির নাম হবে মর্নিং শিফট ও অপরটির নাম হবে ডে-শিফট। প্রতি শিফটের জন্য কন্টাক্ট পিরিয়ড পাঁচ ঘণ্টা করতে হবে। মর্নিং শিফট হবে সকাল সাতটা থেকে বারোটা ও ডে-শিফট হবে দুপুর বারোটা থেকে বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত। যেসব বিদ্যালয়ে সহশিক্ষা চালু আছে সেসব বিদ্যালয়ে ছাত্রীদের জন্য মর্নিং ও ছাত্রদের জন্য ডে-শিফট চালু করা হবে। সহশিক্ষা সংবলিত বিদ্যালয়ের বালক ও বালিকার সংখ্যা কমপক্ষে ছয় শ' হলে ডবল শিফট চালু করার অনুমতি দেয়া হবে। বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছাত্র বা ছাত্রীর সংখ্যা আট শ' থেকে কম হলে এক শিফটে পাঠদান অব্যাহত থাকবে। তবে এসব বিদ্যালয়ে কন্টাক্ট পিরিয়ড অবশ্যই ছ'ঘণ্টা হতে হবে। ডবল শিফট চালু করলে সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ে আট জন শিক্ষক নিয়োগ করা যাবে। এদের মধ্যে একজন সহকারী প্রধান শিক্ষক ও সাতজন সহকারী শিক্ষক। প্রচলিত সরকারী বিধি অনুযায়ী এসব শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে। তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী নিয়োগ করা যাবে না।